উড়ো খবর

রোহিঙ্গা ত্রাণকার্যে গুজব পর্যবেক্ষণ – সংখ্যা #০৩ ডিসেম্বর ২০১৮

উড়ো খবর - গুজব পর্যবেক্ষণের বুলেটিনের তৃতীয় সংখ্যায় স্বাগতম। ত্রাণ সংস্থাগুলি এবং শরণার্থীদের মধ্যে তথ্য আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে যাতে কোনও ফাঁক না থাকে সেজন্য এই উড়ো খবরের বুলেটিনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর থেকে উঠে আসা বিভিন্ন গুজব ও ধ্যানধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে। উড়ো খবরের বুলেটিনের উদ্দেশ্য হল মাঠ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের বিভিন্ন গুজব সম্পর্কে জানানো এবং সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য সঠিক তথ্য দেওয়া যাতে রোহিঙ্গাদের প্রধান চাহিদাগুলি আরও ভালোভাবে বোঝা যায় এবং গুজবের কারণে কোনও ক্ষতি ঘটার আগেই সেগুলি ছড়ানো বন্ধ করা যায়।

খাদ্য বিতরণ, যা কিনা শরণার্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয়গুলির একটি, সেটি সম্পর্কে বিভিন্ন গুজব, ভুল তথ্য, প্রশ্ন এবং আশংকাগুলি সংখ্যা #৩-এ তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে যে গুজব ও সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি ইন্টারনিউজের মাঠ কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা ২০১৮ সালের ১লা আগস্ট থেকে ৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ৮টি বিভিন্ন ক্যাম্পের ২,৩০৫ জন মানুষের সাথে মুখোমুখি কথাবার্তা বলে কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছেন। গত চার মাসে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গুজবগুলি কতটা ছড়িয়েছে এবং কতটা প্রাসঙ্গিক তার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিকতম আশংকাগুলি বিশেষভাবে তুলে ধরার জন্য নীচে যে মতামতগুলি প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলির সবগুলিই ১লা নভেম্বর ২০১৮ থেকে ৬ই ডিসেম্বর ২০১৮-র মধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে।

এখানে দেওয়া সমস্ত তথ্য এই সংখ্যাটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত সঠিক।

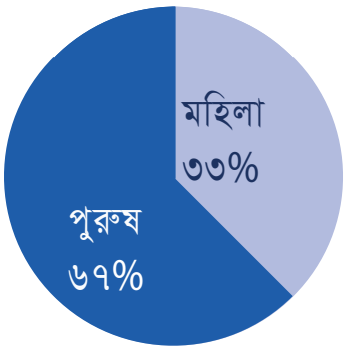

মোট প্রতিক্রিয়া: ২৩০৫

ইন্টারনিউজ(১ আগস্ট থেকে ৫ ডিসেম্বর ২০১৮)

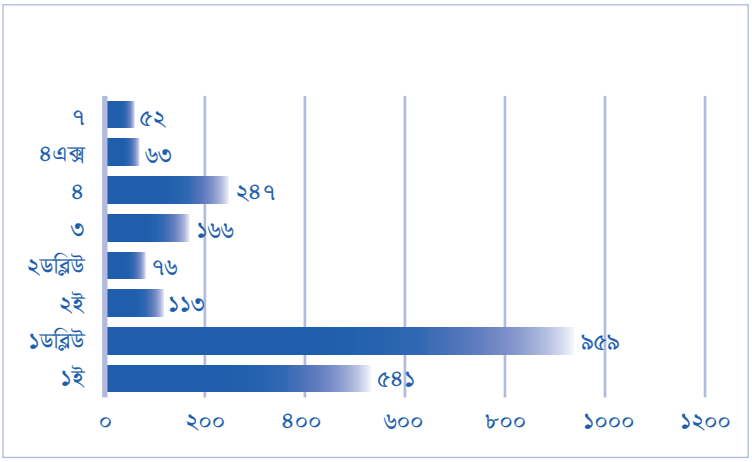

ক্যাম্প নম্বর

গুজব #১ ডব্লিউ.এফ.পি. কার্ডে লেখা পরিবারের আকার

"আমরা শুনেছি ডব্লিউ.এফ.পি-র কার্ডে ৮ জন লেখা থাকলেও শুধু ৩ জনের জন্যেই চাল দেওয়া হয়। পরিবারের বাকি ৫ জনের জন্য দেওয়া হয় না। ওরা ডব্লিউ.এফ.পি.-র অফিসারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি বলেছেন সেটা ঠিক করে দেওয়া হবে। তারপর আমরা আরো একশো বার সেখানে গিয়েছি। এখন গেলে অফিসার আমাদের ধমক দেয় আর গালিগালাজ করে। কিন্তু আমরা কত কষ্টে আছি ওরা বোঝে না।" -(নারী, ৩৫, ক্যাম্প ২ই)

"৮ জনের পরিবার ১২০ কেজি চাল পায় অন্যদিকে ৭ জনের পরিবার পায় ৬০ কেজি। একইভাবে, ৪ জনের পরিবার ৬০ কেজি পায় অন্যদিকে ৩ জনের পরিবার পায় ৩০ কেজি। ডব্লিউ.এফ.পি.-র লোকদেরকে এটা বলতে গেলে ওরা আমাদের মারতে আসে।" -(পুরুষ, ৪০, ক্যাম্প ১ই)

"এছাড়াও আমাদের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কার্ডে পরিবারের সদস্যের সংখ্যা কীভাবে যোগ করতে হয় তা আমরা জানি না। আমরা গিয়ে অফিসারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের বলেন নি। আমরা এ নিয়ে খুবই চিন্তায় আছি।" -(পুরুষ, ৩০, ক্যাম্প ১)

উত্তর

ডব্লিউ.এফ.পি জানিয়েছে যে প্রতিটি পরিবারকে সেই পরিমাণ র‍্যাশন দেওয়া হয় যাতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য প্রতিদিন অন্তত ২১০০ কিলো ক্যালোরি পান। ডব্লিউ.এফ.পি. সবাইকে ইলেক্ট্রনিক সহায়তা কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করছে যা দিয়ে সুবিধাভোগীরা ভবিষ্যতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর দোকানগুলি থেকে খাবার কিনতে পারবেন। পরিবারের সদস্য সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক পরিবারের কার্ডে টাকা বা ক্রেডিট ভরা হবে। সম্প্রদায়ের সদস্যরা তারপর সেই ক্রেডিট নিজেদের ইচ্ছামত খরচ করতে পারবেন।

আরো তথ্য চান?

ডব্লিউ.এফ.পি.-র কাছে আরো কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি বিতরণ কেন্দ্রে ডব্লিউ.এফ.পি. বা সহযোগী সংস্থার সহায়তা ডেস্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কিংবা ডব্লিউ.এফ.পি.-র টোল ফ্রি হটলাইন নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন: ০৯ ৬০৬ ৯৯৯ ৭৭৭।

গুজব #২ মুদির কার্ড

"গত বছর এখানে আসার পর থেকে আমরা ডাল ছাড়া আর কিছু খাই নি। আমরা নিজের চোখে দেখি নি, কিন্তু কিছু লোক আছে (যারা মুদির কার্ড পেয়েছে)। আমাদের ব্লকের পাশে মধুরছড়া ৩ নম্বর ক্যাম্পের মানুষ গত এক বছর ধরে শাকসবজি কেনার জন্য টোকেন পাচ্ছে। ওরা বলেছে টোকেন অক্সফ্যাম থেকে দিয়েছে। ৩ নম্বর ক্যাম্পের লোকেরা যেমন বার্মা থেকে এসেছে, আমরাও সেভাবেই এসেছি, তাহলে আমরা ওসব পাচ্ছি না কেন আমরা জানতে চাই।" (মহিলা, ৫৬, ক্যাম্প ১ পশ্চিম)

"মুদির দোকান থেকে কিছু কেনার মত টাকা আমাদের নেই। এমনকি আমরা কাজও করতে পারিনা। সে কারণে আমরা কষ্ট পাচ্ছি। আমাদের পাশের ব্লকে, অক্সফ্যাম মুদির টোকেন দিচ্ছে। যদি পরিবারে ৭ জন থাকে তাহলে তারা ৭৩০ টাকা পাচ্ছে। যদি ৮ জনের বেশি হয় তাহলে ১৩৬০ টাকা পাচ্ছে। তারা যেভাবেই হোক, এই টাকায় মুদির জিনিস পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের ব্লকে যারা অক্সফ্যামের জন্য কাজ করেন আমরা তাদের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। প্রায় ৫ মাস আগে তারা বলেছিলেন যে সবাই মুদির কার্ড পাবে। আমাদের মুদির কার্ড কোথায় পাব আমরা তা জানতে চাই।" (পুরুষ, ৬৩, ক্যাম্প ৩)

"মুদির জিনিস নিয়ে আমরা সমস্যায় আছি। ডব্লিউ.এফ.পি. থেকে আমরা চাল, ডাল আর তেল পাচ্ছি, কিন্তু কোনোরকম মুদির জিনিস পাচ্ছি না। কিছু খেতে চাইলে খেতে পারি না। অনুরোধ করলেও ওরা আমাদের ক্যাম্পের বাইরে গিয়ে কাজ করে টাকা রোজগারের অনুমতি দেয় না। টাকা রোজগার করতে পারলে আমরা যা খুশি কিনতে পারতাম। তখন আর মুদির কার্ডের জন্য অপেক্ষাও করতে হত না"। (মহিলা, ২৯, ক্যাম্প ৪)

উত্তর

অক্সফ্যাম ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় মুদির কার্ড দিতে শুরু করেছে, এবং ৩, ৪ নং ক্যাম্প ও ৪ এক্সটেনশন ক্যাম্প, ৫, ১০, ১২, ১৮ এবং ১৯ নম্বর ক্যাম্পে তারা এখনো কার্ড দিচ্ছে।

যেসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ বা তার বেশী তাদেরকে পরিবার পিছু ১১৭০ টাকার একটি ভাউচার কার্ড দেওয়া হচ্ছে। ১-৬ সদস্যের পরিবারগুলো পাচ্ছে ৭৩০ টাকার কার্ড। কার্ড দিয়ে পরিবারগুলো ১৩ রকমের জিনিস কিনতে পারবেন, যেমন শুঁটকি মাছ, শাক, বেগুন, ডিম, পেঁয়াজ, হলুদ গুড়ো, লঙ্কা গুড়ো, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, চিনি, লবণ এবং আলু।

অক্সফ্যাম প্রতি ২৫-৩০ দিন অন্তর কার্ড বিলি করে। পালা করে বিলি করার ফলে মাঝে মাঝে এমন হয় যে, এই মাসে যে পরিবারগুলি আগে কার্ড পেয়েছেন তারা পরের মাসে হয়ত দেরি করে কার্ড পাবেন। কার্ড পাওয়ার ১০-১২ দিনের মধ্যে তা ব্যবহার করে ফেলতে হয়।

আরো তথ্য চান?

অক্সফ্যামের মুদির কার্ডের বিষয়ে যদি আপনার কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে যেখান থেকে কার্ড দেওয়া হচ্ছে সেখানকার সহায়তা ডেস্কে বা যে দোকান থেকে মুদির জিনিস কিনছেন সেখানকার সহায়তা ডেস্কে, কিংবা যেকোনও ক্যাম্পের অক্সফ্যামের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া, জনগোষ্ঠীর সদস্যরা ব্লকের মাঝি বা অক্সফ্যামের স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে জানতে চাইতে পারেন যে কার্ড কোথা থেকে বিতরণ করা হচ্ছে।

আশংকা #১: পরিমাণ কতটা

"ডব্লিউ.এফ.পি. রেশনে ৩০ কেজি চাল আছে বলে দেয়। কিন্তু আমরা বাড়ি এনে ওজন করলে দেখা যায় মাত্র ২৭ বা ২৮ কেজি আছে। আমরা কখনোই ৩০ কেজি পাই নি।" -(মহিলা, ৩৩, ক্যাম্প ৭)

উত্তর

ডব্লিউ.এফ.পি জানিয়েছে যে তারা দুই ধরনের চাল সরবরাহ করেন, কিছু সিল করা, মুখ বন্ধ ব্যাগে এবং কিছু এক ব্যাগ থেকে ঢেলে অন্য ব্যাগে ভরে। যে চাল এক ব্যাগ থেকে অন্য ব্যাগে ঢেলে বিতরণ করা হয় সেগুলোর মুখ দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে। কেউ যদি মুখখোলা ব্যাগ পান এবং তার সন্দেহ হয় যতটা থাকার কথা তার থেকে কম পরিমাণে চাল আছে, তাহলে তিনি সাথে সাথে সেই ব্যাগ আবার ওজন করে দিতে বলতে পারেন। যদি তাতে ২৯ কেজির কম চাল থাকে তাহলে তিনি ব্যাগ বদলে নিতে পারেন।

প্রতিটি খাবার বিতরণ কেন্দ্রেই দাঁড়িপালা রাখা আছে যাতে ৩০ কেজির কম আছে মনে হলে জনগোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের ব্যাগ ওজন করে নিতে পারেন। ওজন যদি ২৯ কেজির কম হয় তাহলে তারা একটা নতুন চালের ব্যাগ পাবেন। তবে তাদের মনে রাখতে হবে যে বিতরণ কেন্দ্র ছাড়ার আগেই তাদের চাল ওজন করতে হবে।

আশংকা #২ বিতরণের সময়

"সময়সূচী অনুযায়ী তারা নাকি ১৫ দিন পর পর ত্রাণ বিতরণ করেন। কিন্তু কখনোই ১৫ দিন পর পর দেয় না। ১৭ থেকে ১৯ দিন হয়ে যায় দিতে দিতে। ঐ দিনগুলো আমাদের না খেয়ে থাকতে হয়। আমরা তো চাল কিনতে পারি না।" -(মহিলা, ২৯, ক্যাম্প ৪ এক্স)

উত্তর

ডব্লিউ.এফ.পি. মাসে দুইবার করে খাদ্য বিতরণ করে, আর সেগুলি মাসের ২ থেকে ৮ তারিখের মধ্যে এবং ১৬ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে একই দিনে করা হয়। বিতরণ শুরুর দিনটা সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা অন্য কোনো ছুটির দিনে পড়ে গেলে, বিতরণের সবগুলি দিনই পিছিয়ে যায়, তাই দেরি হয়। সুবিধাভোগী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যদি তিন জনের বেশি হয় তাহলে তারা দেরি করে হলেও সবসময় মাসে দুইবারই খাদ্য পাবেন।

কমিউনিটির কিছু সদস্য বলেন খাদ্য বিতরণের সময়সূচী সম্পর্কে কোনো আগাম ঘোষণা করা হয় না।

উত্তর

ডবিউ.এফ.পি জানিয়েছে যে মাত্র ৩০% মানুষকেই বিতরণের একদিন আগে আমন্ত্রণের টোকেন দেওয়া হয়। বাকি ৭০% টোকেন পান খাদ্য বিতরণের দিনে। এটা এইজন্য করা হয় যাতে খাদ্য বিতরণের লাইন বেশি লম্বা না হয় এবং কমিউনিটির সদস্যদের খাবার পেতে বেশি সময় অপেক্ষা করতে না হয়। যারা আগের দিন টোকেন পেয়েছেন তারা সকাল সকালই চলে আসেন এবং যারা সেদিন টোকেন পান তারা দেরি করে আসেন।

আশংকা # ৩ খাবারের গুণমান এবং কুলির সেবা

"আমরা রেশন নিয়ে খুব কষ্টে আছি। ডবিউ.এফ.পি. থেকে খারাপ মানের চাল দিচ্ছে। যা দিচ্ছে সেটা সাদা চাল নয়। আমরা ওই চাল খেতে পারি না। তাছাড়া, কুলিরা ত্রাণ সামগ্রী ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেন না।" -(পুরুষ, ৩৭, ক্যাম্প ৪)

উত্তর

ডব্লিউ.এফ.পি জানিয়েছে যে রেশনের গুণগত মান সম্পর্কে তারা সবসময় অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। সুবিধাভোগীরা যদি নিম্নমানের খাবার পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা তাদের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিকে জানানো উচিত। তারা ফোন করে তা জানাতে পারেন বিতরণ কেন্দ্রে থাকা ডব্লিউ.এফ.পি বা সহযোগী সংস্থার সহায়তা ডেস্কে বা ডব্লিউ.এফ.পি.-র হটলাইন নম্বর ০৯ ৬০৬ ৯৯৯ ৭৭৭-এ । যাতে শুধুমাত্র উচ্চ মানের খাবার বিতরণ করা হয় তা নিশ্চিত করতে ডব্লিউ.এফ.পি. সবরকম প্রচেষ্টা করে এবং তা না করা হলে তারা অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খোলা বস্তা বা এমন কোনো কারণে কারো যদি খাবারের গুণমান নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকে, তাহলে তিনি চাইলে তা বদল করে নিতে পারবেন। কিন্তু সেটা বিতরণ কেন্দ্র থেকে বেরোনোর আগেই করতে হবে।

কেউ কুলির সেবা পাওয়ার যোগ্য হলে তাকে একটি টোকেন দেওয়া হবে যা তিনি বাড়িতে পৌঁছানোর পরেই কুলিকে ফেরত দেবেন। কোনো কুলি যদি টোকেন ফেরত না দিতে পারেন, তাহলে তাকে সেই কাজের মজুরি দেওয়া হয় না। কুলি যদি খাবার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে না চান বা বাড়ী পৌঁছানোর আগেই টোকেন ফেরত চান, তাহলে ডব্লিউ.এফ.পি-র তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে সেই বিষয়ে বিতরণ কেন্দ্রে থাকা সহায়তা ডেস্কে বা ডব্লিউ.এফ.পি.-র হটলাইন নম্বর ০৯ ৬০৬ ৯৯৯ ৭৭৭-এ ফোন করে জানানো হয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডব্লিউ.এফ.পি-র কুলিরা সুবিধাভোগীদের ব্যাগ বিতরণ কেন্দ্রের বাইরে পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সেবা নয়। একমাত্র যারা কুলির সেবা পাওয়ার যোগ্য তাদের ক্ষেত্রেই কুলিরা বাড়ি পর্যন্ত খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

গুজবগুলি কতটা ছড়িয়েছে এবং কতটা প্রাসঙ্গিক তার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে দেওয়া তথ্যগুলি এই সংখ্যাটি প্রকাশের সময় পর্যন্ত সঠিক। "উড়ো খবর গুজবের বুলেটিন" ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের অর্থায়নে পরিচালিত ইন্টারনিউজ এইচ.আর.এস.এম কর্মসূচী এবং বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্সের সহযোগিতায় কনসোর্টিয়াম কমন সার্ভিসের যৌথ অবদানে ইন্টারনিউজ কর্তৃক প্রকাশিত। এই বুলেটিনটি আই.ও.এম, জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় তৈরি করা হয়েছে এবং এর জন্য ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্থ সংস্থান করেছে।